“ফেল করিনি, শুরু করেছি”

SSC/Dakhil ফেল করা শিক্ষার্থীদের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর গাইডবুক

Tabib Mahmud

সূচিপত্র

- শুরুর কথা: তুমি হার করোনি, তুমি শুরু করছো
- ফেল মানেই শেষ নয়: ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসুন
- আপনি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? সন্ধিক্ষণের শক্তি
- Alhamdulillah Mindset – সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা কাকে বলে
- আপনার ২ মাসের লক্ষ্য কী? একটা চ্যালেঞ্জ নিন
- Skill মানে কী? GPA ছাড়া যে জীবন বদলায়
- আপনার জন্য সেরা ৫টি স্কিল প্যাকেজ
- ২ মাসে ঘুরে দাঁড়ানোর রুটিন
- যাদের কম্পিউটার নেই, তারা কী করবেন?
- নিজের Facebook Page খুলে কাজ শেয়ার করা শেখা
- আপনার প্রথম ইনকাম কোথা থেকে আসবে?
- ফেল করা পরিচয় নয় — আপনার নতুন পরিচয় কী হবে?
- আপনার ২ মাস পর কেমন লাগবে জানেন?
- শেষ কথা + করণীয় লিংক ও রিসোর্স
- আপনার উদ্যোগ ছড়িয়ে দিন অন্যদের মাঝে
- লেখকের কথা ও আপনার জন্য শুভকামনা

শুরুর কথা

একজন অচেনা বড় ভাইয়ের চিঠি

তোমাকে আমি চিনি না।
তুমি হয়তো দাখিলে ফেল করেছো, কিংবা এসএসসিতে।
মাথা নিচু করে রেজাল্ট দেখেছো। কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচিয়েছে। কেউ হয়তো কিছু বলেনি—কিন্তু মনে মনে ভেবেছে, “তোর দ্বারা হবে না।”
আমিও ঠিক তেমনই একটা দুপুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।
বুকে দুঃখ, পকেটে শূন্যতা, চারপাশে প্রশ্ন।
তারপর আমি হেঁটেছিলাম একটা নতুন রাস্তা ধরে।
সে রাস্তা পরীক্ষার না, জীবনের রাস্তা।
যেখানে মার্কশিট নয়, স্কিল দেখিয়ে মানুষ নিজেকে প্রমাণ করে।

এই বইটা আমি লিখেছি শুধু তোমার জন্য,
যেন তুমি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারো।
শুধু দুই মাস সময় দাও নিজেকে।
আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এই দুই মাসেই তুমি এমন কিছু শিখবে
যা তোমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে
আর একদিন এই সমাজের সবাই অবাক হয়ে তোমাকে বলবে
“এই ছেলেটা/মেয়েটা তো ফেল করেছিলো, এখন এমন করে কীভাবে দাঁড়ালো?”

তুমি পড়তে চাও বা না চাও, সেটা তোমার ব্যাপার।
কিন্তু একটা কথা মনে রেখো:
ফেল মানে তুমি অযোগ্য না।

তুমি শুধু এখনও নিজের জায়গাটা খুঁজে পাওনি।
এই বইটা সেই জায়গাটুকু খুঁজে পাওয়ার জন্যই লেখা।

– একজন অচেনা বড় ভাই,
যে তোমার পাশে থাকতে চায় এই সময়টাতে।

ফেল মানেই শেষ নয়

আমাদের দেশে একটা ভুল ধারণা আছে,
"যে পরীক্ষায় ফেল করে, সে জীবনেও ফেল করে।"
এই ধারণাটা শুধু ভুল না, এটা ভয়ঙ্কর।

কারণ অনেক প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে শুধু একটা রেজাল্ট খারাপ হবার কারণে নিজেদের অসফল মনে করে ফেলেছে।
তারা নিজেদের বন্ধ করে ফেলেছে চার দেয়ালের মাঝে, আর মুখোমুখি হতে চায় না সমাজের।

কিন্তু আপনি কি জানেন?
অনেক বিখ্যাত মানুষই জীবনের শুরুতে ‘ফেল’ করেছিলেন।

- থমাস এডিসন স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল কারণ শিক্ষক বলেছিলেন সে "শিখতে অক্ষম"।
- আলবার্ট আইনস্টাইন ৪ বছর পর্যন্ত কথা বলতে পারেননি, স্কুলে খুব সাধারণ রেজাল্ট ছিল।
- জ্যাক মা (Alibaba.com এর প্রতিষ্ঠাতা) ৩০টির বেশি চাকরির জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন including KFC!
- বাংলাদেশেও অনেকে আছেন যারা SSC/Dakhil এ ফেল করেছেন, কিন্তু এখন লাখ টাকা ইনকাম করেন Skill দিয়ে।

তারা সবাই একটা জিনিস বুঝেছিলেন:
পরীক্ষা আমাকে পরিমাপ করতে পারে, কিন্তু আমাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।
তাই আজ আপনি যদি ফেল করে থাকেন, এটা একটিমাত্র জিনিস প্রমাণ করে—
আপনি অন্য রাস্তায় হাঁটবেন। আপনি হয়তো বইয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবেন না, আপনি হয়তো হাতের কাজ, ডিজাইন, ভিডিও, আইডিয়া, মনের শক্তি দিয়ে নিজের আলাদা পরিচয় গড়বেন।

- এই বইটি সেই পথে আপনার প্রথম পা।
- সামনে আপনি যেটা শিখবেন, সেটা যদি মন দিয়ে করেন, তাহলে আপনি এমন কিছু করতে পারবেন, যা GPA-5 পাওয়া অনেকেই পারে না।

এখনো দেরি হয়নি।
তবে নিজের জন্য কেউ আসবে না, আপনাকেই নিজের পাশে দাঁড়াতে হবে।

চলুন, আমরা এখন দেখি,
আপনি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, আর কীভাবে এখান থেকেই শুরু করতে পারেন

আপনি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?

চুপচাপ আছেন? কারো সাথে কথা বলছেন না?
সবাই যেন আপনাকে নিয়ে আলাদা করে ভাবছে?
কে কী বলছে, কেমনভাবে তাকাচ্ছে—সবই এখন আপনার চোখে পড়ে?
এই জায়গাটার নাম "সন্ধিক্ষণ"।

এখান থেকে আপনি চাইলে মাটিতে ডুবে যেতে পারেন,
আবার চাইলে এখান থেকেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারেন।

আপনি ফেল করেছেন এটা সত্য।
কিন্তু আরও বড় সত্য হচ্ছে, আপনি এখন জীবনের এমন একটা পয়েন্টে আছেন, যেখান থেকে সত্যিকারের জাগরণ শুরু হতে পারে।

🧭 আপনি এখন আছেন:

- 📉 আত্মবিশ্বাস হারানো অবস্থায়
- 📴 বন্ধুদের ফেসবুক পোস্ট এড়িয়ে চলা অবস্থায়
- 🤐 পরিবার-প্রতিবেশীর কথা শুনে মাথা নিচু করে থাকা অবস্থায়

🎯 কিন্তু আপনি এখন করতে পারেন:

- 💻 কারো একটি পুরনো কম্পিউটার বা মোবাইল হাতে পেয়ে
- 📚 নিজেকে নতুন কিছু শেখাতে শুরু করে
- 💡 ২ মাসে এমন একটা স্কিল শিখে ফেলতে পারেন,
- যা দিয়ে আপনি নিজে ইনকাম করতে পারবেন
- এবং আবার পরিবারকে বলতে পারবেন
- “আমি পারি। আমি ফেল না। আমি প্রস্তুত।”

এই বইয়ের পরবর্তী অংশে আপনি যা যা শিখবেন:
✔️ কীভাবে একটা স্কিল আপনার পরিচয় বদলে দিতে পারে
✔️ কোন স্কিলটি আপনি শিখবেন
✔️ কীভাবে দিনে মাত্র ৩–৪ ঘণ্টা সময় দিলেই হবে
✔️ আপনার ভবিষ্যতের জন্য একটা সহজ রুটিন
✔️ ইনকাম শুরু করার জন্য সহজ কিছু পথ
✔️ এবং কীভাবে মানুষের কথায় কান না দিয়ে আপনি নিজেকে নিজে দাঁড় করাবেন

Alhamdulillah Mindset –
এটা শুধু মুখের কথা না, এটা জীবন বদলের শক্তি

আমরা সাধারণত “আলহামদুলিল্লাহ” বলি তখন, যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলে।
– রেজাল্ট ভালো হলে
– কেউ উপহার দিলে
– ভালো কোনো খবর এলে
কিন্তু আপনি কি জানেন,
আলহামদুলিল্লাহ বলার আসল সময় হলো তখন, যখন কিছুই ঠিকঠাক চলে না।

🐦 মনে আছে সেই পাখির গল্পটা?
একজন শিকারি একটি পাখিকে ধরেছিল।
পাখিটি তাকে ৩টি উপদেশ দেওয়ার কথা বলে, যদি সে তাকে ছেড়ে দেয়।
১ম উপদেশ: “তোমার উপার্জন এমন জায়গায় ব্যয় করো, যাতে যারা তোমাকে ভালোবাসে তারা উপকৃত হয়।”

২য় উপদেশ: “গত হওয়া বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করো না।”

৩য় উপদেশ: সে আর দেয়নি। কারণ শিকারি অনুশোচনা করে ফেলেছিল।

এই দ্বিতীয় উপদেশটাই আসল জাদু।
“গত হওয়া বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করো না।”
এটাই আলহামদুলিল্লাহ মাইন্ডসেট।

🎯 কী বোঝায় এই মাইন্ডসেট?

- আপনি হয়তো ফেল করেছেন
- হয়তো সবাই মিলে বলছে: “তোর কিছু হবে না”
- হয়তো মনে হচ্ছে সব শেষ...

এই সময় যদি আপনি বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন
“আলহামদুলিল্লাহ, আমি বেঁচে আছি। আমি এখনো শুরু করতে পারি।”
তাহলে আপনি এক সাধারণ শিক্ষার্থী নন, আপনি অপ্রতিরোধ্য।

📌 এই বইটি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য
যারা ফেল করেও মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে।
যারা জানে, রেজাল্ট না, রেসপন্সই আসল।
আপনার এখনকার রেসপন্সই বলে দেবে আপনি কত দূর যেতে পারবেন।

আপনার ২ মাসের লক্ষ্য কী?

আপনি এখন ফেল করেছেন।
কেউ বলছে, আবার চেষ্টা করো। কেউ বলছে, নতুন বছরে আবার পরীক্ষা দাও।
সবার কথা শোনার দরকার নেই।
আপনি এখন নিজের কথা শুনুন।

এখন সময় হলো, একবার নিজের মতো করে দাঁড়িয়ে দেখার, আপনি কী চান।
🎯 এখন আপনার সামনে দুটি রাস্তা:

1. **পুরনো পথে ফিরে যাওয়া:** আবার বই হাতে নেওয়া, একই পাঠ্যক্রম, একই ভুলের ভয়, অপেক্ষা আর অপেক্ষা...
2. **নতুন পথ খুঁজে নেওয়া:** কম্পিউটার/মোবাইলে স্কিল শেখা, ডিজাইন বা ভিডিও এডিট করা, ছোট কাজ থেকে ইনকাম শুরু করা, নিজের পরিচয় গড়ার প্রস্তুতি।

আপনি যদি এখন থেকে ২ মাস সময় নিজেকে দেন
শুধু প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে সময় ,
তাহলে আপনি ৬০ দিনের শেষে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন:
"আজ আমি কাজ জানি, ইনকাম করি, মাথা উঁচু করে চলি।"

🧭 এখন আপনার ২ মাসের লক্ষ্য ৩টি বিষয় হতে পারে:

1. একটি স্কিল শেখা:
2. যেমন Canva, CapCut, Facebook Page চালানো, ChatGPT ব্যবহার
3. নিজের নামেই একটি ছোট কাজের পরিচয় তৈরি করা:
4. যেমন "আমি গ্রাফিক ডিজাইন করি", "আমি ভিডিও এডিটর", "আমি রিলস বানাই"
5. প্রথম ইনকাম শুরু করা (ছোট হলেও):
6. প্রথম ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, এই ইনকামই হবে আত্মবিশ্বাসের শুরু

আপনার লক্ষ্য যেন GPA না হয়, বরং হয়ে ওঠে:
✅ আমি এখন শিখছি
✅ আমি নিজে ইনকাম করতে শিখব
✅ আমি আমার পরিবারকে একদিন দেখাবো, আমি ফেল করিনি—শুরু করেছিলাম
এখন আমরা দেখব,

Skill জিনিসটা আসলে কী?
আর কেমন করে এটা একজন ফেল করা শিক্ষার্থীকে একজন 'স্মার্ট মানুষ'তে রূপান্তর করে?

Skill মানে কী? GPA ছাড়া যেটা জীবন বদলায়

আমাদের দেশে একটা জিনিস খুব বেশি শেখানো হয়,
তুমি কত পেয়েছো? GPA কত?

কিন্তু খুব কম মানুষ শেখায়,
তুমি কী পারো? তুমি কী জানো?
আর ঠিক এখানেই আসে স্কিল নামক সেই শক্তিশালী শব্দটা।

🎯 **Skill মানে কী?**
Skill হলো এমন একটা জিনিস,
যেটা আপনি হাতে কলমে করতে পারেন,
যেটা মানুষকে উপকারে লাগে,
আর যার বিনিময়ে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

📌 এটা বই মুখস্থ করার মতো না।
📌 এটা পরীক্ষার হলে লিখে ভুলে যাওয়ার মতো না।
📌 এটা এমন কিছু, যেটা শিখলে আপনি জীবনভর কাজে লাগাতে পারবেন।

🧠 উদাহরণ:

- আপনি যদি Canva দিয়ে পোস্টার বানাতে পারেন
- আপনি যদি CapCut দিয়ে Reels বানাতে পারেন
- আপনি যদি Facebook Page ম্যানেজ করতে পারেন
- আপনি যদি কনটেন্ট লিখতে বা AI দিয়ে বানাতে পারেন
- আপনি যদি মেসেজের রিপ্লাই দিতে পারেন, অর্ডার নিতে পারেন

📢 প্রশ্ন উঠতে পারে: “GPA ছাড়া কি স্কিলেই সব হয়ে যায়?”
না, GPA থাকলে ভালো, কেউ অস্বীকার করছে না।
কিন্তু GPA না থাকলেও স্কিল থাকলে আপনি

- ইনকাম করতে পারবেন
- আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবেন
- নিজের একটা পরিচয় গড়ে তুলতে পারবেন

আর এই যে আপনি এখন ফেল করেছেন,
এটাই সময় আপনার স্কিল শেখা শুরু করার সেরা সুযোগ।
📌 কারণ এখন আপনার হাতে সময় আছে,
📌 মাথায় আছে বাস্তবের ধাক্কা,
📌 আর আপনি জানেন এবার ভুল করলে, আর পিছনে ফেরার রাস্তা নেই।

আপনার জন্য সেরা ৫টি স্কিল প্যাকেজ

ফেল করেছেন? ঠিক আছে। কিন্তু এখন আপনার পালা শিখে নিজেকে প্রমাণ করার। এখন আপনি যদি ভাবেন "আমি কী শিখবো?" "আমি তো কিছুই পারি না..." তাহলে আপনি জানবেন না, আপনি আসলে কতটা পারতে পারেন।

এই অধ্যায়ে আমরা ৫টি সহজ, মোবাইল বা কম্পিউটারভিত্তিক স্কিল প্যাকেজ সাজিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটি প্যাক শিখতে সময় লাগবে মাত্র ২ মাস, আর তারপর আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

✅ **প্যাকেজ ১: ডিজাইন & ইনকাম স্টার্টার প্যাক**
📱 Canva App বা Website দিয়ে গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন
🎯 শিখবেন:

- পোস্টার, লোগো, ইউটিউব থাম্বনেইল, বিজনেস কার্ড বানানো
- নিজের ডিজাইন ফেসবুকে শেয়ার করা
- 💰 ইনকাম:
- এলাকার দোকান, কোচিং, পেইজের কাজ করে ইনকাম শুরু

✅ **প্যাকেজ ২: রিলস & রোজগার প্যাক**
📱 CapCut App দিয়ে ভিডিও এডিট শিখবেন
🎯 শিখবেন:

- টিকটক/ইনস্টাগ্রাম রিল বানানো
- ভিডিওতে লেখা, মিউজিক, কাটাছেঁড়া, রঙ ঠিক করা
- 💰 ইনকাম:
- রিল বানিয়ে কাজ পাওয়া, নিজে ইনফ্লুয়েন্সার হওয়া, পেইড প্রোমো

✅ **প্যাকেজ ৩: Facebook বিজনেস প্যাক**
📱 Facebook Page চালানো ও কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট শিখবেন
🎯 শিখবেন:

- পেজ খোলা, প্রোডাক্ট আপলোড, ইনবক্স মেসেজ রিপ্লাই
- 💰 ইনকাম:
- লোকাল দোকান/অনলাইন ব্যবসার পেজ ম্যানেজ করে ৩০০০–১০,০০০ টাকা ইনকাম

✅ **প্যাকেজ ৪: AI জিনিয়াস প্যাক**
💻 ChatGPT ও Canva/CapCut-এর AI ফিচার দিয়ে স্মার্ট কনটেন্ট বানানো শিখবেন
🎯 শিখবেন:

- কনটেন্ট লেখা, আইডিয়া তৈরি, স্মার্টভাবে কাজ করা
- 💰 ইনকাম:
- ছোট বিজনেসের জন্য কনটেন্ট বানিয়ে দেওয়া, নিজের কাজ শেয়ার করে ইনবক্সে অর্ডার নেওয়া

✅ প্যাকেজ ৫: ফ্রিল্যান্সিং লঞ্চ প্যাক
💻 Fiverr বা Upwork–এ নিজের কাজ অফার করা শিখবেন
🎯 শিখবেন:

- প্রোফাইল খোলা, গিগ তৈরি, ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলা
- 💰 ইনকাম:
- আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে ডলার আয়

🧭 আপনি কীভাবে বেছে নেবেন?

- 📱 শুধু মোবাইল থাকলে: প্যাক ১ বা ২ নিন
- 💻 কম্পিউটার থাকলে: প্যাক ৩ বা ৪
- 🌍 অনলাইন মার্কেটপ্লেসে যেতে চাইলে: প্যাক ৫

👉 প্যাকেজ বেছে নেওয়া মানেই আপনার নতুন জীবনের রোডম্যাপ ঠিক হয়ে যাওয়া।
এখন দরকার রোজ রোজ একটু করে শেখা, একটু করে এগিয়ে যাওয়া।

২ মাসে ঘুরে দাঁড়ানোর রুটিন

দিনে ৩ ঘণ্টা শেখা, জীবনের পথ বদলে দেওয়া যায়, এটাই প্রমাণ করার সময়
আপনি যদি এখন সিরিয়াস হন, তাহলে আমি আপনাকে ৬০ দিনের জন্য একটা রোডম্যাপ দিচ্ছি।
শুধু দিনপ্রতি ৩ ঘণ্টা করে সময় দিন, মোবাইল বা কম্পিউটারে।
৬০ দিনের শেষে আপনি শুধু শেখা শেষ করবেন না, ইনকামের পথে হাঁটতেও শুরু করবেন ইনশাআল্লাহ।

🗓️ ১ম সপ্তাহ (দিন ১–৭): পরিচয় আর শুরু
🎯 আপনি যা শিখতে চান, তার বেসিক শুরু করুন
📚 YouTube বা নির্ভরযোগ্য ফ্রি কোর্স থেকে শিখুন
✍️ প্রতিদিন ৫টি জিনিস লিখে রাখুন: কী শিখলাম, কী বুঝলাম, কী প্রশ্ন মাথায় এসেছে

🗓️ ২য় সপ্তাহ (দিন ৮–১৪): প্র্যাকটিস আর হালকা কাজ
🎨 Canva হলে ডিজাইন বানানো শুরু করুন
🎥 CapCut হলে নিজের ভিডিও এডিট করা শুরু করুন
📱 Facebook Page থাকলে ২টি পোস্ট রেডি করুন
💬 ChatGPT দিয়ে ৫টি কনটেন্ট লিখে রাখুন

🗓️ ৩য় সপ্তাহ (দিন ১৫–২১): নিজের প্রজেক্ট বানান
🔧 একটা ছোট “পোর্টফোলিও” তৈরি করুন
📷 যেমন: ৫টা ডিজাইন / ৩টা ভিডিও / ৫টা রিল / ১টা পেজ
📢 Facebook বা WhatsApp-এ জানিয়ে দিন: “আমি কাজ শিখছি, চাইলে আপনাকে ফ্রি করে দিতে পারি”

🗓️ ৪র্থ সপ্তাহ (দিন ২২–২৮): রিভিউ নিন + ছোট অর্ডার ট্রাই করুন
💬 যাদের কাজ করে দিয়েছেন, তাদের রিভিউ নিন
📸 সেই রিভিউ পোস্ট করে কাজ শেয়ার করুন
🎯 কমপক্ষে ১টা ইনবক্স আসবে—সেটা থেকেই শুরু হবে ইনকাম

🗓️ ৫ম–৬ষ্ঠ সপ্তাহ (দিন ২৯–৪২): নিজের ছোট ব্র্যান্ড বানান
🏷️ নিজের Facebook Page খুলে নিন
📲 নিজের নামেই “Designer X” / “Video Maker Y” / “Media Support Z”
🎥 সপ্তাহে ৩টা কাজ শেয়ার করুন পেজে

২ মাসে ঘুরে দাঁড়ানোর রুটিন

🗓️ **৭ম–৮ম সপ্তাহ (দিন ৪৩–৬০): নিয়মিত কাজ, অফার, ইনকাম**
💰 যারা একবার কাজ দিয়েছে, তাদের আবার মেসেজ দিন
🎯 নতুনদের বলুন “১ম অর্ডারে ডিসকাউন্ট”
📈 আপনি হয়তো প্রথম ১০০০ টাকার ইনকামও করে ফেলবেন
🔁 প্রতিদিনের রুটিন (১ ঘণ্টা করে ৩ ভাগে):

- শেখা (১ ঘণ্টা): ভিডিও দেখা + নোট
- প্র্যাকটিস (১ ঘণ্টা): যা শিখলেন তা নিজে করে দেখা
- রেজাল্ট শেয়ার (১ ঘণ্টা): Facebook/WhatsApp-এ প্রজেক্ট শেয়ার

৬০ দিন পর আপনি নিজেকে আর ফেল করা ছাত্র বলে পরিচয় দেবেন না।
আপনি তখন হবেন,
👉 একজন ডিজাইনার
👉 একজন ভিডিও এডিটর
👉 একজন পেজ ম্যানেজার
👉 কিংবা একজন স্মার্ট কাজ জানা মানুষ

যাদের কম্পিউটার নেই, তারা কী করবেন?

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

অনেকেই বলতে পারেন:
"ভাই, আমার তো কম্পিউটারই নেই।"
"আমার ফোনটা পুরাতন, ভালোভাবে চলে না।"
তাহলে আমি কি কিছুই করতে পারব না?
👉 না ভাই, পারবেন। অবশ্যই পারবেন।
আপনার হাতে যদি এখন নিজের কম্পিউটার বা ভালো ফোন না-ও থাকে,
তবু আপনি যদি সাহস করে কথা বলতে পারেন,
তাহলে একটি কম্পিউটার আপনার জন্য আসতে পারে।

🎯 কাদের কাছে যাবেন?
আপনার আশপাশে নিশ্চয়ই এমন বড় ভাই, আপু, মামা, ফুফু, দোকানদার, শিক্ষক বা পরিচিত কেউ আছেন
– যাদের একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আছে,
কিন্তু তারা সেটা হয়তো খুব বেশি ব্যবহার করেন না।
তাদের কাছে দয়া চেয়ে নয়, সম্ভাবনার কথা বলে গিয়ে বলুন:
"ভাই/আপু, আমি এসএসসি/দাখিলে ফেল করেছি। কিন্তু আমি নিজেকে বদলাতে চাই।
আমি একটি স্কিল শিখতে চাই যার জন্য ২ মাস আপনার কম্পিউটারটা দিনে কয়েক ঘণ্টা করে ব্যবহার করতে চাই।
এটা দান বা করুণা নয়, এটা একটা মানুষ তৈরি করার বিনিয়োগ।
ইনশাআল্লাহ, ২ মাস পর আমি আপনার হাত চেপে বলব, 'আপনার জন্য আমি আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি।'"

💬 সাহস করে এই কথাগুলো বলুন:

- "২ মাসের জন্য সুযোগ চাই"
- "আমি শেখার চেষ্টা করব, সময় নষ্ট করব না"
- "আপনার কম্পিউটার ফেরত দেব, কিন্তু জীবনের জন্য আমি কিছু শিখে নেব"

📌 এটা করুণা না। এটা বিজনেস।
একটা অলস পড়ে থাকা ল্যাপটপ যদি ২ মাসে একজন ছেলেমেয়ের জীবন বদলে দিতে পারে
তাহলে সেইটা দয়া না, মানুষ তৈরি করার এক মহৎ ব্যবসা।

আপনি যদি ল্যাপটপ ধার পেয়ে যান,
তাহলে ঠিক আগের অধ্যায়ের রুটিন ধরে শিখে যান।
আর আপনি যদি এমন কাউকে চিনে থাকেন যার কম্পিউটার পড়ে থাকে,
তাকে বলুন এই কথাগুলো এই বইটা তাকে পাঠিয়ে দিন।

আপনার একটি সাহসী অনুরোধ হয়তো আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের দরজা খুলে দেবে।

নিজের Facebook Page খুলে কাজ শেয়ার করা শেখা

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

পড়ালেখায় ফেল করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু এখন আপনি নিজের ব্র্যান্ড শুরু করতে পারেন। এই পৃথিবীতে এখন কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে না, “আপনার সার্টিফিকেট কী?” এখন সবাই জিজ্ঞেস করে “আপনি কী করেন?”

তাই আপনি যদি একটা স্কিল শিখে ফেলেন, আর নিজের কাজটা অন্যদের দেখাতে পারেন, তাহলেই আপনি হয়ে উঠবেন একজন 'কাজ জানা মানুষ'।

🎯 তাই প্রথমেই যা করতে হবে:

১. নিজের নামেই একটা Facebook Page খুলুন
নাম দিন যেমন:

- "Designs by Nayeem"
- "Rumi's Reels & Edits"
- "Creative Zone – Your Local Designer"
- "Page Manager Shohag"

২. নিজের কাজ সেখানে আপলোড করুন

- Canva-তে বানানো পোস্টার
- CapCut দিয়ে এডিট করা ভিডিও
- ChatGPT দিয়ে লেখা ক্যাপশন

৩. নিজের পরিচয় দিন এইভাবে:
“আমি শেখার চেষ্টা করছি। যদি আপনার ছোট কোনো ডিজাইন/ভিডিও/পেজের কাজ থাকে, বললে করে দিতে পারি।”

৪. নিজের বন্ধুদের বলুন আপনার পেজটা শেয়ার করতে
এই পেজই একদিন আপনার পরিচয় হবে।

📌 কিছু বিষয় মনে রাখবেন:
✅ ভয় পাবেন না পোস্ট করতে, কেউ ট্রল করলে তাদের ভুলে যান।
✅ প্রথম দিকে ২–৩ জনের কাজ ফ্রি করে দিন, ওদের রিভিউ নিন।
✅ নিজের পরিচয় গর্ব করে বলুন, “আমি কাজ শিখছি। আমি এসএসসি ফেল করলেও মাথা নিচু করিনি।”

📢 আপনার এই পেজটাই হবে একদিন আপনার পরিচয়ের চাবি।
যেখানে আপনি শুধু কাজ শেয়ার করবেন না,
নিজের উঠে দাঁড়ানোর গল্পটাও লিখবেন।
→ এখন আপনি পেজ খুললেন, কাজ শেয়ার করলেন।
এবার আসল প্রশ্ন: “আপনার প্রথম ইনকাম আসবে কোথা থেকে?”

আপনার প্রথম ইনকাম কোথা থেকে আসবে?

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

হ্যাঁ, আপনি ফেল করেছেন। কিন্তু আপনার হাতে একটা স্কিল থাকলে, ইনকাম শুরু করতেও আর বেশি দেরি নেই। শিক্ষক-অভিভাবক-প্রতিবেশীরা হয়তো বলবে, “ফেল করলে চাকরি পাওয়া যাবে না!” কিন্তু আজকের দুনিয়ায় অনলাইন বা লোকাল স্কিল দিয়ে ইনকাম শুরু করতে চাকরির প্রয়োজন নেই।

আপনার প্রথম ইনকাম খুব ছোট হতে পারে, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা...
কিন্তু এটিই হবে আপনার আত্মবিশ্বাসের সবচেয়ে বড় সূচনা।

🎯 কোথা থেকে আসতে পারে আপনার প্রথম ইনকাম?
✅ ১. আপনার এলাকার ছোট দোকান বা কোচিং থেকে
📌 ওরা ডিজাইন করে না, পোস্ট করে না। আপনি যদি বলেন—
“ভাই, আপনার দোকানের নাম দিয়ে একটা ডিজাইন করে দিই, ফেসবুকে পোস্টও দিয়ে দেব।”
তারা হয়তো প্রথমে ১০০–৩০০ টাকা দেবে।
পরের বার ৫০০–১০০০ দিবে!

✅ ২. আপনার ফেসবুক পেজে বা ব্যক্তিগত প্রোফাইলে কাজ শেয়ার করে
📢 আপনার বানানো ৩টা Canva ডিজাইন + ১টা ক্যাপশন + ১টা ছোট ভিডিও পোস্ট করে দিন
✍️ নিচে লিখুন:
“আমি কাজ শিখছি। কেউ চাইলে আপনাকে প্রথম কাজটা ফ্রি করে দিতে পারি।”
“ভালো লাগলে পরের বার অর্ডার দিন। আমার জন্য দোয়া করবেন।”

✅ ৩. আপনার আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করে
👨‍👩‍👧‍👦 মামা-চাচা-ফুফুদের দোকান বা সার্ভিস থাকলে বলুন,
“আমি আপনার কাজের জন্য একটা পেজ খুলে চালাতে চাই”
সাথে একটু Canva পোস্ট, রিলস দিলে তারাও খুশি হয়ে কিছু দিয়ে দেবেই।

✅ ৪. লোকাল Facebook গ্রুপ/পেজ থেকে কাজ খুঁজে
📱 যেমন: “Local Designers in Dhaka”, “Chittagong Small Business Help”
সেখানে গিয়ে বলুন:
“আমি নতুন শিখছি, আপনার পেজের জন্য ১টা ডিজাইন করে দিতে পারি।”
বিশ্বাস করুন, কেউ না কেউ সাড়া দেবে।

✅ ৫. ভবিষ্যতে Fiverr/Upwork–এ কাজ তুলে দিয়ে
💻 যদি আপনি ইংরেজি একটু পারেন, তাহলে Fiverr বা Upwork প্রোফাইল খুলে রাখুন
কাজ পোস্ট দিন, ধীরে ধীরে ক্লায়েন্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ
🧠 মনে রাখবেন:

- আপনার প্রথম ইনকাম ছোট হলেও, আপনার মনটা বড় হয়ে যাবে
- আপনি বুঝে যাবেন—আমি পারি!
- এরপর থেকে কেউ আপনাকে ফেল বলা মানে নিজেকেই ছোট করা

ফেল করা পরিচয় নয়, আপনার নতুন পরিচয় কী হবে?

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

রেজাল্ট মানুষকে কিছু সময়ের জন্য থামায়, কিন্তু স্কিল মানুষকে সারা জীবনের জন্য দাঁড় করায়।
"ফেল করেছো" এই কথাটা হয়তো আপনি বহুবার শুনেছেন।
প্রতিবার শুনে হয়তো মন খারাপ হয়েছে, চোখে পানি এসেছে, নিজের উপর রাগ হয়েছে।
কিন্তু আমি আজ একটা সত্যি কথা বলি
এই 'ফেল করা' পরিচয়টা আপনি চাইলে খুব সহজেই মুছে ফেলতে পারেন।
কীভাবে?
নিজের নতুন পরিচয় গড়ে তুলে।

🎯 নতুন পরিচয় মানে কী?
➡️ আপনি এখন যদি Canva দিয়ে ডিজাইন শিখে থাকেন,
তাহলে আপনার পরিচয়:
"আমি একজন ডিজাইনার।"
➡️ আপনি যদি CapCut দিয়ে ভিডিও বানাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"ভিডিও এডিটর।"
➡️ আপনি যদি Facebook Page চালাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"পেজ ম্যানেজার।"
➡️ আপনি যদি Reels বানিয়ে নিজের কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"Content Creator।"
➡️ আপনি যদি Fiverr/Upwork এ কাজ শিখে ক্লায়েন্ট খোঁজেন,
তাহলে আপনি:
"Freelancer।"
📢 এবার আপনি বলুন, কোন পরিচয়টা নিতে চান?

- ফেল করা ছাত্র?
- নাকি ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর, কনটেন্ট রাইটার, পেজ হ্যান্ডলার?

দুনিয়া এখন পরিচয় খোঁজে, যে কাজ জানে, তার সনদ লাগে না।
আর আপনি এখন সেই রাস্তায় হাঁটছেন, যেখানে নিজের কাজ দিয়েই পরিচয় গড়তে পারবেন।

📌 আপনি একদিন হয়তো বলবেন
"এক সময় সবাই আমাকে ফেল করা বলতো।
কিন্তু এখন সবাই বলে, 'ওই যে ভাই, যে দোকানটার ডিজাইন করে।'
'ওই যে আপু, যিনি ফেসবুক পেজ চালান।'
'ওই যে ছেলেটা, ভিডিও বানিয়ে এখন ইনকাম করে।

আপনার ২ মাস পর কেমন লাগবে জানেন?

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

রেজাল্ট মানুষকে কিছু সময়ের জন্য থামায়, কিন্তু স্কিল মানুষকে সারা জীবনের জন্য দাঁড় করায়।
"ফেল করেছো" এই কথাটা হয়তো আপনি বহুবার শুনেছেন।
প্রতিবার শুনে হয়তো মন খারাপ হয়েছে, চোখে পানি এসেছে, নিজের উপর রাগ হয়েছে।
কিন্তু আমি আজ একটা সত্যি কথা বলি
এই 'ফেল করা' পরিচয়টা আপনি চাইলে খুব সহজেই মুছে ফেলতে পারেন।
কীভাবে?
নিজের নতুন পরিচয় গড়ে তুলে।

🎯 নতুন পরিচয় মানে কী?
➡️ আপনি এখন যদি Canva দিয়ে ডিজাইন শিখে থাকেন,
তাহলে আপনার পরিচয়:
"আমি একজন ডিজাইনার।"
➡️ আপনি যদি CapCut দিয়ে ভিডিও বানাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"ভিডিও এডিটর।"
➡️ আপনি যদি Facebook Page চালাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"পেজ ম্যানেজার।"
➡️ আপনি যদি Reels বানিয়ে নিজের কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"Content Creator।"
➡️ আপনি যদি Fiverr/Upwork এ কাজ শিখে ক্লায়েন্ট খোঁজেন,
তাহলে আপনি:
"Freelancer।"
📢 এবার আপনি বলুন, কোন পরিচয়টা নিতে চান?

- ফেল করা ছাত্র?
- নাকি ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর, কনটেন্ট রাইটার, পেজ হ্যান্ডলার?

দুনিয়া এখন পরিচয় খোঁজে, যে কাজ জানে, তার সনদ লাগে না।
আর আপনি এখন সেই রাস্তায় হাঁটছেন, যেখানে নিজের কাজ দিয়েই পরিচয় গড়তে পারবেন।

📌 আপনি একদিন হয়তো বলবেন
"এক সময় সবাই আমাকে ফেল করা বলতো।
কিন্তু এখন সবাই বলে, 'ওই যে ভাই, যে দোকানটার ডিজাইন করে।'
'ওই যে আপু, যিনি ফেসবুক পেজ চালান।'
'ওই যে ছেলেটা, ভিডিও বানিয়ে এখন ইনকাম করে।

আপনার ২ মাস পর কেমন লাগবে জানেন?

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

রেজাল্ট মানুষকে কিছু সময়ের জন্য থামায়, কিন্তু স্কিল মানুষকে সারা জীবনের জন্য দাঁড় করায়।
"ফেল করেছো" এই কথাটা হয়তো আপনি বহুবার শুনেছেন।
প্রতিবার শুনে হয়তো মন খারাপ হয়েছে, চোখে পানি এসেছে, নিজের উপর রাগ হয়েছে।
কিন্তু আমি আজ একটা সত্যি কথা বলি
এই 'ফেল করা' পরিচয়টা আপনি চাইলে খুব সহজেই মুছে ফেলতে পারেন।
কীভাবে?
নিজের নতুন পরিচয় গড়ে তুলে।

🎯 নতুন পরিচয় মানে কী?
➡️ আপনি এখন যদি Canva দিয়ে ডিজাইন শিখে থাকেন,
তাহলে আপনার পরিচয়:
"আমি একজন ডিজাইনার।"
➡️ আপনি যদি CapCut দিয়ে ভিডিও বানাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"ভিডিও এডিটর।"
➡️ আপনি যদি Facebook Page চালাতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"পেজ ম্যানেজার।"
➡️ আপনি যদি Reels বানিয়ে নিজের কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন,
তাহলে আপনি:
"Content Creator।"
➡️ আপনি যদি Fiverr/Upwork এ কাজ শিখে ক্লায়েন্ট খোঁজেন,
তাহলে আপনি:
"Freelancer।"
📢 এবার আপনি বলুন, কোন পরিচয়টা নিতে চান?

- ফেল করা ছাত্র?
- নাকি ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর, কনটেন্ট রাইটার, পেজ হ্যান্ডলার?

দুনিয়া এখন পরিচয় খোঁজে, যে কাজ জানে, তার সনদ লাগে না।
আর আপনি এখন সেই রাস্তায় হাঁটছেন, যেখানে নিজের কাজ দিয়েই পরিচয় গড়তে পারবেন।

📌 আপনি একদিন হয়তো বলবেন
"এক সময় সবাই আমাকে ফেল করা বলতো।
কিন্তু এখন সবাই বলে, 'ওই যে ভাই, যে দোকানটার ডিজাইন করে।'
'ওই যে আপু, যিনি ফেসবুক পেজ চালান।'
'ওই যে ছেলেটা, ভিডিও বানিয়ে এখন ইনকাম করে।

শেষ কথা

আপনার দরকার শুধু ২ মাসের জন্য একটা সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখুন

আপনার হাতে এখন একটা বই নয়, একটা নতুন যাত্রার মানচিত্র।
এই বইটা শেষ করার মানে হলো —
আপনি হারেননি।
আপনি এখনো বিশ্বাস করেন,
নিজেকে বদলানো সম্ভব।
আপনি আজ যেখানেই থাকুন
গ্রামে, মফস্বলে, শহরে, একা একটা রুমে, বা মানুষের চোখ এড়িয়ে...
তবু আপনি যদি এই বইটা মন দিয়ে পড়ে থাকেন,
আমি জানি — আপনার ভিতরে আগুন জ্বলছে।
আমি শুধু চাই, আপনি এই আগুনটা কাজে লাগান।
স্কিল শেখেন, কাজ শুরু করেন, ইনকাম করেন, মাথা উঁচু করে থাকেন।

✅ করণীয় কাজ (আজ থেকেই):

1. 📌 আপনি কোন স্কিল শিখতে চান, সেটা লিখে ফেলুন (Canva/CapCut/Content/FB Page/AI)।
2. 📌 আশপাশে কার কম্পিউটার বা মোবাইল ধার নিতে পারেন, ভাবুন — সাহস করে বলুন।
3. 📌 আজ YouTube-এ গিয়ে "Canva Design Bangla Tutorial" বা "CapCut Video Editing Bangla" লিখে প্রথম ক্লাস দেখুন।
4. 📌 ফেসবুকে একটা পেজ খুলুন (নিজের নামে) — পোস্টার বানান, আপলোড দিন।
5. 📌 এই বইটা যেকোনো এক বন্ধুকে শেয়ার করুন, যার জীবনে এই মুহূর্তে এই আলোর দরকার।

🌐 ফ্রি শেখার লিংকসমূহ:
📺 YouTube:

- Canva: [Learn with Sumit / Canva School BD]
- CapCut: [Tech Path BD / Shikhbe Shobai]
- Content Writing & AI Tools: ChatGPT Bangla Tutorial
- Facebook Page Management: Page Boost Bangla

📱 Facebook গ্রুপ:

- "Canva Bangladesh"
- "Young Freelancers of Bangladesh"
- "Skill Exchange Group"

📩 ল্যাপটপ ধার চাওয়ার নমুনা মেসেজ:
“ভাই/আপু, আমি SSC/Dakhil ফেল করেছি। কিন্তু এখন আমি শেখার চেষ্টা করছি।
আপনার কম্পিউটারটা যদি ২ মাসের জন্য দিনে কয়েক ঘণ্টা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমার জন্য একটা নতুন জীবন শুরু হতে পারে ইনশাআল্লাহ।
আপনার সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।”

❤️ শেষ কথাটা একান্তভাবে:
এই বই থেকে যদি একটা বাক্যও আপনার জীবনে কাজে লাগে,
তাহলে এই বই সফল।
আমি কোনো ব্যবসা করছি না, কোর্স বেচছি না, ফলোয়ার বাড়াতে বলছি না।
আমি শুধু চাই—আপনার মতো একজন মানুষ যেন হারিয়ে না যায়।
আপনি সফল হলে, প্লিজ আমাকে মনে রাখবেন না
নিজের মতো আরও ১ জনকে সাহায্য করবেন।
এই বইটা তার হাতেও তুলে দেবেন।
এই আগুনটা ছড়িয়ে দিন।
ফেল করিনি, শুরু করেছি।
এই বইয়ের নাম যেন একদিন হয়
আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট।
আল্লাহ আপনাকে সফল করুন।

– একজন অচেনা বড় ভাই
যিনি আপনাকে জানে না,
তবু বিশ্বাস করে — আপনি পারবেন।